শেওলা স্থলবন্দরের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এশিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মধ্যে। দক্ষিন এশিয়া ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ পণ্য ও সেবার বহুমূখী সীমান্ত বাণিজ্য, বিনিয়োগ প্রবাহ ও মানবিক সংযোগের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বিগত সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে, বাংলাদেশের ভারতের সাথে বিরাট অংকের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারে। এটা সত্যি যে বাংলাদেশ ভারতের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে তরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশ ও ট্রানজিট ফি এবং পরিবহন চার্জ আদায়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। সংয়োগ উন্নয়নের মাধ্যমে উভয় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিদ্যমান শেওলা স্থল বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

শেওলা স্থলবন্দরের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় যথাযথভাবে ভূমি, সম্পদ, অবকাঠামো, যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ, জীবনযাত্রা, পেশা-বৃত্তি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে মালিকানার জন্য ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে নীতিমালা ও পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং পিএপি ও পিএএইচদের ক্ষতিপুরণের জন্য সম্পদ বরাদ্দের বিধান রাখা হয়েছে। মালিকানা সুচকেও একই পদ্ধতির রুপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার বিষয়ও এতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। কারিগরি, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিবেচনার সাথে সাথে প্রকল্প নকশায় সামাজিক উপাদানসমূহ সযত্নে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে শুধু মাত্র নেতিবাচক প্রভাব বিশেষত উচ্ছেদ কমানোই নয় বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও প্রকল্প এলাকার বৃহৎ জনগোষ্ঠির উপর ইতিবাচক প্রভাব বাড়ানোও সম্প্রসারণ করার অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল।

খানা ভিত্তিক জড়ীপ প্রশ্ন, গ্রামভিত্তিক অবস্থা নিরুপন, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিষয় ও তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জনতাত্ত্বিক অবস্থা, শিক্ষা, পেশা, স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার খানা সমূহের নমূনা ভিত্তিক মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে দারিদ্রের মাত্রা নিরুপণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংকলনের সময় উক্ত উপাত্ত সমূহ জাতীয় ভিত্তিক বিভিন্ন জড়ীপ বিশেষত বিবিএস'র উপাত্তের সাথে তুলনা করে যাচাই করা হয়েছে। জড়ীপে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পরিমাণ তথ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে, যা' এত্র বিষয়ে সুগভীরভাবে না হলেও একটি রুপরেখা যা প্রকল্প এলাকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করতে পারে। জড়ীপের অন্য একটি দুর্বলতা হচ্ছে বিষয়সমূহের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা না করার ফলে যে বিষয়সমূহ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ও যার কার্যকারণ ও প্রভাব থাকতে পারে তা মূল্যায়ন করার মাধ্যম সহজ ছিলনা। দ্রুততার সাথে জড়িপ সম্পাদনের ফলে, অনেক বিষয়, সম্পর্কিত কার্য-কারণ হয়তো যথাযথভাবে আলোকপাত করা যায়নি, একইভাবে সময় স্বল্পতার কারণে প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এখন সময়ের দাবি। সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উভয় দেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে, যদিও নির্মাণ এলাকায় জীবনযাত্রার সাময়িক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হতে পাওে এবং যা' এত্র দলিলে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিয়ানী বাজার উপজেলার দুবাগ ইউনিয়নের বড়গ্রাম নামক গ্রামে মহাসড়কের পাশে শেওলা স্থল বন্দরটি স্থানান্তরিত করা হবে (শেওলাও একটি ইউনিয়ন যা' 'শেওলা স্থলবন্দর' নামে স্থল বন্দরের পূর্ববর্তি স্থান)। বর্তমান স্থানটি উভয় দেশের সহজ যোগাযোগ, ব্যবসায়ি ও সাধারণ মানুষ উভয়ের জন্য আরও নিরাপদ সুবিধা নিশ্চিত করবে। নতুন স্থানে শেওলা স্থল বন্দর স্থানান্তরের জন্য ২২.১০ এক জমির প্রয়োজন হবে যা নতুন প্রস্তাবিত বড়গ্রাম যা সুতারকান্দি নামে অধিকতর পরিচিত (স্থানীয় ভাবে অপর প্রান্তে ভারতের একটি গ্রাম হচ্ছে 'সুতারকান্দি') এলাকায় অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে আরও জমি প্রয়োজন হতে পারে, যা খালি জমিতে হতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠি ও জনপ্রতিনিধিগণ দাবি করেছেন যাতে করে আবাসিক জমি ও কবরস্থানের জমি ভবিষ্যত প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করা না হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠির প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক সমর্থন রয়েছে কিন্তু এর জন্য যথাযথ ক্ষতিপুরণ ও জীবন-জীবিকার পূনর্বাসন করতে হবে।

মোট ৪৮ জন মানুষকে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির দ্বৈত মালিকানা রয়েছে। প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প মোট ৩৬ জন জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং এরমধ্যে ২২ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা অবকাঠামোর মালিকানার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই ২২ টি অবকাঠামো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলাকালীন সাময়ীকভাবে স্থানান্তরিত হবে এবং তাদের জীবিকা বিঘ্নিত হবে। ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর মধ্যে ৩ টি ইমারত, আধা পাঁকা ও টিন শেড ১০টি। কোন কাঁচা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। প্রকল্প এলাকায় ৫ টি পাকা শৌচাগার ও ৩টি টিউব ওয়েল রয়েছে। ৪ জন দোকানদার ভাড়াটিয়া হিসেবে দোকান পরিচালনা করছে। উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি, ব্যক্তিগত জমিতে ৫টি স্থানীয় জাতের ছোট গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ভূমিহীন বা উদ্বস্তু কোন মানুষ প্রকল্প এলাকায় বসবাস কওে না। বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ এর নির্দেশনা ও দেশের অন্যান্য দাতাগোষ্ঠির অর্থায়নে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে পুর্নবাসন বিষয় ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে পুর্নবাসিত করা হবে। এফজিডি'র মাধ্যমে পরামর্শ সভায় ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি দুবাগ ইউনিয়নের বড়গ্রামে (সুতারকান্দি) শেওলা স্থলবন্দর স্থানান্তরের বিষয়ে ইতিবাচক মাতামত দিয়েছে। যদিও প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সংখ্যা খুব বেশি নয়, তথাপি একটি পৃথক পুর্নবাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। পুর্নবাসন কার্যক্রমের জন্য আরএপি বাস্তবায়ন করা হবে এবং সামাজিক বিষয়সমূহ মূলত সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এসএমপি) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নির্মাণ পর্বে একটি পুর্নবাসন ইউনিট প্রণয়নের মাধ্যমে এর আওতায় এসএমপি ও পুর্নবাসন পরিকল্পনা উভয়ই বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রকল্প পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো সামাজিক উন্নয়ন ইউনিট/ সিএসআর বিভাগে রুপান্তর করা হবে। সামাজিক ও পুনর্বাসন বিষয়টি একটি বেসরকারি সংস্থাকে ১২ মাসের জন্য নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে সমাধান করা হবে। এসএমপির'র সম্ভাব্য বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ৪২,১৭৫,০০০ টাকা। আরএপি শুধুমাত্র পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করাবে, সুতরাং এসএমপিতে পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে না।

গন মতামত/পরামর্শ গ্রহনের সময়ে, সংশ্লিষ্ট সকলে দাবি জানিয়েছেন যেন জমি ও অবকাঠামোর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প এলাকাটি সামাজিক ও প্রাকৃতিকভাবে সক্রিয়। এসএমপি'তে এলাকার জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে জীবিকা নির্বাহের দক্ষতা সাধারণভাবে বিকষিত করতে হবে। কোন কোন সংশ্লিষ্ট মহল দাবি করেছেন যে, প্রস্তাবিত স্থল বন্দর এলাকার নিকটবর্তী অঞ্চলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য সুবিধা ও ভাল স্কুলের কোন ব্যবস্থা নেই। বন্দর কর্তৃপক্ষ সামাজিক উন্নয়ন দায়িত্ব (সিএসআর) বিভাগের মাধ্যমে স্থানীয় দ্ররিদ্র ও দু:স্থ্য মানুষের উন্নয়নে কিছু করতে পারে এবং এক্ষেত্রে তাদের আসলেই কিছু সুবিধা পাওয়া উচিৎ। অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সচেতনতা ও এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে ও সুবিধাভূগীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর পাশাপাশি, এও মনে রাখা দরকার যে, সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে প্রস্তাবিত বন্দর এলাকায় কিছু কিছু অপরাধপ্রবনতা যেমন মানবপাচার, অবৈধ মাদক রুট ও বিপনন ইত্যাদি ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু সামাজিক বিষয় বর্তমানেও এ এলাকায় প্রকট যেমন; বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য, মজুরি বৈষম্য, যৌতুক, শিশুশ্রম, শিশু ও নারী নির্যাতন, অস্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, হোটেল ও রেস্তোরায় অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাদ্য সংরক্ষন ও বিতরণ, অভিবাসি, নির্মাণ শ্রমিক ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে এসটিডি রোগ, ইত্যাদি। তদুপরি ভবিষ্যতে বিভিন্ন যৌনরোগ যেমন, এইচআইভি/এইডস এবং মাদকাসক্তি বাড়তে পারে। সড়ক দুর্ঘটনা এখানে একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা বিশেষত মহাসড়ক ও সংযোগ সড়ক এই সামাজিক সমস্যাকে আরও তরান্বিত করতে পারে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক পুর্নবাসনের মাধ্যমে উক্ত সামাজিক সমস্যার মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও তার পরিবরের পুনর্বাসনের জন্য ১% স্থায়ী তহবিল রাখা যেতে পারে যা স্থল বন্দরের অভ্যন্তরীণ টোল/ কর/ ট্যারিফ) আয় বা আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যেও উপর একটি সারচার্জ আরোপের মাধ্যমেও হতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধ স্থায়িত্বেও জন্য উপরোল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমূহ হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে এবং এগুলো ক্রমাগত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

২০১৬ সালের ৭ মে শেওলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি পূর্বঘোষিত সংশ্লিষ্ট মহলের উপস্থিতিতে ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়েছে। পরামর্শ সভা আয়োজনের আগের দিন প্রকল্পের একটি লিফলেট সংশ্লিষ্ট মহল ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। লোকালয়ে (ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজার) পোষ্টার সাঁটানো হয়েছিল। সভায় প্রকল্প কর্তৃক সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, হোটেল মালিক, ট্রাক চালক, সি এন্ড এফ এজেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ও কাস্টম্স কর্মকর্তাদের সাথেও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬ সালের ১০ আগষ্ট ঢাকায় বিএলপিএ মিলনায়তনে খসড়া পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন জড়িপ বিষয়ক একটি জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের শেষ অংশে উক্ত স্থানীয় ও জাতিয় পরামর্শ সভার চিত্র পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শ সভা আয়োজনের সময়কালে পরিবেশ ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত লিফলেট (যা বড় আকারের কাগজে স্থানীয় বাংলা ভাষায় ছাপানো হয়েছে) বিতরণ করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠানস্থলেও বড় আকারের পোষ্টার প্রদর্শন করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগন পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনী করেছেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।